কলকাতা টু ব্যাঙ্গালোর

লেখকঃ মৃগাঙ্ক চট্টোপাধ্যায়
যোগাযোগঃ himriganka@gmail.com
পরিচিতিঃ কর্মসূত্রে বেঙ্গালুরুনিবাসী এই প্রাণোচ্ছল বাঙ্গালী তরুণ এক বহুজাতিক সংস্থার পরিসংখ্যানের দায়িত্বের মাঝে অবকাশ খোঁজেন কবিতায়। তাই পালকির তিনি নিয়মিত লেখক। ভালবাসেন অভিনয়, ভ্রমণ আর মানুষের বন্ধুত্ব।

নো মোর শাসন, নো মোর রুলস... ইয়াপ্পি। না না, ইংরাজীতে কিছু লিখব না, ওগুলো আনন্দে বেরিয়ে গেলো। আনন্দের কারণটা তাহলে বলি। অবশেষে বাড়ির বেড়াজাল থেকে দূরে, বেশ ভালোই দূরে, একা একা এসে বাসা ফেঁদেছি। এটা কর, ওটা করিসনা, এটা পারিসনা, ওটা ভুল – সবসময় শুনতে হবেনা। মাঝে মাঝে ফোনে সেটা শুনতে হবে বটে। তবে ওটা একটু না শুনলেও কেমন যেন লাগে। তাই না? যাই হোক, বেশকিছু চাকরির চেষ্টা ঝুলিয়ে (অনেকেই জানেন), যে দুটো জুটল কপালে, তার একটা নিয়ে চলে এলাম ব্যাঙ্গালোর। কলকাতার জন্য বেশি চেষ্টাও করিনি। কারণটা তো গপ্পের শুরুতেই বোঝা যায়। তবে আসব ঠিক হবার পরে বাড়ির, পাড়ার, কিছু কলেজের বন্ধুদের এবং আমারও টেনশনটা শুরু হল। জানে ক্যায়া হোগা রামা রে...

এতদিন শতবার বলা সত্ত্বেও জামা-কাপড় কাচিনি, ঘর-দোর পরিষ্কার তো দূরের কথা, নিজের কম্পিউটারের স্ক্রিনটার যা অবস্থা থাকতো – বাপরে! এককথায় most দায়িত্বজ্ঞানহীন বালক, বা নাবালকও বলা যায়। অবশ্য আমি সবসময় বলে এসেছি, যখন করতে হবে, তখন ঠিক করে নেব। তা সে কাচাকুচি হোক, বা রান্না করা। ভাগ্য ভালো এখনো রান্নাটা করতে হয়নি, সপ্তাহে এক-দুদিন কাচতে গিয়েই কোমর-পিঠ ব্যাথা হয়ে যাচ্ছে। সে যাই হোক, কেচে তো নিচ্ছি। বিশ্বাস হচ্ছেনা? দেখুন তবে একটা স্যাম্পল –

দেখছেন তো, কত্তত্ত কাজ করেছি, বাপরে! এই ঘরটায় আমি PG (paying guest) হিসাবে থাকি; একাই। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খবর হল যে, PG-টা আমি নিজেই খুঁজে বের করেছি, *AdMag* নামের ম্যাগাজিন-এ বিজ্ঞাপন দেখে

ও ফোন করে করে। আবার অর্কুটে একজনকে (একটা মেয়েকে) পরামর্শও দিয়েছি এইভাবে বাড়ি খোঁজার। যদিও তারপর তার কোন খবর নেই। যাখুশী করুকগে যাক। ভাগ্যক্রমে বাড়ির মালিক বাঙ্গালী, আশেপাশে যারা থাকে, তাদের মধ্যেও এক-দুজন বাঙ্গালী আছে। তাই মাঝেমধ্যে বাংলায় ভাটানো যায়। বাড়ির মালিক কখনো-সখনো জানলা খুলে হাওয়া-বাতাস চলাচল করার পরামর্শ দিয়ে যায়; মহা জ্বালা, এখানেও বাড়ির পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা। বাড়িতে তো প্রায়শই এই নিয়ে ঝাড় খেতাম। যাই হোক, এখানে একজন বাঙ্গালী পেয়েছি যে আমার চেয়েও বেশী সিনেমা দেখা পার্টি। জমিয়ে সিনেমা দেখা চলছে। মাঝে মাঝে অবশ্য তার নানান খামখেয়ালিপনাও সইতে হচ্ছে। যেমন আমার বিশেষ লোককে ফোন করার সময়ও তাকে বলে বলে ঘর থেকে বের করতে হয়। সকালে খাব ভেবে রাখা বিস্কুট সন্ধেবেলাই তার কল্যাণে শেষ হয়ে যায়। দেখি কদ্দিন সইতে পারি।

ওহ, ব্যাঙ্গালোরে এসে কি করলাম, সেটাই বলা হয়নি। সিনেমা দেখতে যাবার লোক পাচ্ছিলাম না কোনো – তাই একা একাই *জানে তু ইয়া জানে না* দেখে এলাম একটা মাল্টিপ্লেক্সে (ফেম লিডো)। তবে সেটা আসল কথা নয়, আসল হলো – হলটা খুঁজে বের করলাম কি করে! কুড়ি টাকার ম্যাপ দেখে চল্লিশ মিনিট হেঁটে হেঁটে, বাপ্‌রে। যে ছেলেটা কিনা ১০ মিনিট হাঁটার পথও যেত সাইকেল করে, আজ সে অফিসও যাচ্ছে রোজ ১৫ মিনিট হেঁটে। ঈশ, অনেকদিন সাইকেলটা চালাইনি। আর বাসে করে যে যাব, সেও তো এক হ্যাপা। এখানে বাস না নেবার এক ও একমাত্র কারণ বাসগুলোয় হিন্দি বা ইংরাজীতে জায়গার নাম না লিখে রাখা। শুধু কান্নাড়া আর কান্নাড়া। কি জ্বালা! আর অনলাইন হেল্প পড়ে কয়েকদিন কান্নাড়া শেখার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছি। আর মায়ের জন্য শাড়ি কেনা – যারাই আমায় চেনে তারাই শক্‌ খেয়েছে এই ঘটনায়। আমি নিজেই তো দোকানের সামনে কিছুক্ষণ ঘুরে-ফিরে দোকানে ঢোকার সাহস সঞ্চয় করলাম, তারপর ঢুকতে পারলাম। হাঃ হাঃ। আর কি করলাম যেন... আসলে শনি-রবিবার সাধারণত ঘুমিয়ে কাটিয়েছি, তাই কি করেছি মনে পড়ছেনা। আর সমস্যা হল যে কার সাথে যাব। একবার তো একা একাই লালবাগ গার্ডেন ঘুরে এলাম। জায়গাটা ভালোই, তবে এত্ত বড় যে কয়েকজন মিলে এলে আড্ডা দিতে দিতে ঘোরাটা ভালো জমে। একবার কাবন পার্কে ঘুরে এলাম রোহনের সাথে। যদিও ওটা অন্য একজনের সাথে গেলে আরো ভালো হত। রোহন এখানকার ছেলে ও অফিসের কলিগ। ওর সাথেই কিছু ঘুরে ব্যাঙ্গালোরের মধ্যে এদিক-ওদিক চিনেছি। আইনক্সে গিয়ে দামী দামী দোকানের দামী দামী জিনিসপত্র চোখের দেখা দেখে পালিয়ে এসেছি। আমার নামের এই দোকানটায় কোন ফায়দা হয়নি।

আর অফিসের একটা আউটডোর হয়েছিলো ইয়েল্লাগিরি বলে একটা জায়গায়, মন্দ নয় জায়গাটা। তবে ঘোরা হয়নি তেমন। একটা ভালো লেক ছিলো। আর যেটা হলো ওই ট্যুরটায়, সেটা হলো নাচানাচি- ডিস্কো যাবার শখটাও পূরণ হলো।

আরো কিছু অ্যাডভেঞ্চারের শখ মিটলো পরের বেড়ানোয়। দেড় মাস পর সুযোগটা এলো। ১৫ই আগস্টে পুরোনো এক স্কুলফ্রেন্ডের গ্রুপে ঢুকে পড়লাম ওয়েনাড়, কুর্গ ঘুরতে যাবার জন্য। সে এক সাংঘাতিক, এক্সাইটিং, দুর্ধর্ষ ট্যুর হল। ট্রেকিং, র‍্যাফটিং, জঙ্গলের ধারে রাত কাটানো, সবমিলিয়ে ঘ্যাম ব্যাপার!

তবে এই ঘোরাটা তো ব্যাঙ্গালোরের বাইরে। ব্যাঙ্গালোরে দেখার জায়গা তেমন নেই। বানেরঘাটা ফরেস্ট (এখানে এসে বাবার সাথে গেছিলাম) মার্কা জায়গায় আর কি যাব, কার সাথে যাব। আর যার সাথে ঘুরতে গেলে সব জায়গাই ঘোরার জায়গা হয়ে যেত, সেও এখানে নেই। সুতরাং... এখানকার আবহাওয়াটা বেশ ভালো লাগছিলো প্রথমদিকে, হাল্কা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা। আজকাল যা যখন-তখন বৃষ্টি শুরু হয়েছে, মাথা খারাপ হবার জোগাড়। কি আর করা যাবে, সব কিছু তো আর ভালো হয়না। কিন্তু জামাকাপড় না শুকোনোর চাপ, অফিস থেকে ফেরার পথে ভিজে যাবার চাপ, এর ওপর আবার ঠিক-ঠাক খাবারের দোকান খোঁজার চাপ, ইস্ত্রিওয়ালার হঠাৎ গায়েব হয়ে যাবার চাপ, খবরের কাগজ না পড়ার চাপ, অফিসে ক্রমবর্দ্ধমান কাজের চাপ, PG-তে বাথরুমের জন্য লাইন লাগানোর চাপ... উফ, কত যে চাপ একা থাকার। নাঃ, কি বলছিলাম আর কি বলতে লেগেছি। একা থাকার টেনশন ফুটে বেরোচ্ছে, ছ্যাঃ।

সে যাই হোক বাপু, দুমাস পূর্ণ করে তৃতীয়মাস চলছে ভালোমতই। চাপ থাকলেও মজাও আছে প্রচুর। বাড়ি ফিরে সিনেমা দেখা ল্যাপিতে বা চ্যাট করা বা ফোন করা। ইচ্ছেমতো খেতে যাওয়া, রেস্টুরেন্ট খোঁজা, অনেককিছুই তো হচ্ছে। অনিশ্চয়তার মধ্যেও একটা মজা। নিজে নিজে সব করতে পারা বা চেষ্টা করা, ভুল করলেও সেটার মধ্যে একটা অবশ্য, আর হপ্তাচারেক বাদেই বাড়ি যাওয়া। পুজোর ছুটিতে বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারা আর ঘুরে বেড়ানো। এগুলোর জন্যও অপেক্ষা করে বসে আছি এখন। পুরোনো দিনের স্বাদ আবার কয়েকদিনের জন্য ফিরে পাবো। তার আগে আরো কিছুটা ব্যাঙ্গালোর উপভোগ করে নি, একা একা...